REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ⁄০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ⁄১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ⁄০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে নিজে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞাপন দাতাগণের নিকট পরেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৴১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ⁄০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৮ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১৩ই পৌষ বুধবার ১৩২৮ ইংরাজী 28th December 1921 | ২৭শ সংখ্যা।

দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে —বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। মহিলাকুলের লোভনীয় অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বদ্‌-বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থম্মন্য হয়েন।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শক্ত মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ বার আনা ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কপ্রসূত—রমণী কল্যাণকর মহৌষধ। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক নষ্টযৌবনা অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগিনীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরূপা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিগড়-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন

মূল্য প্রতি শিশি	...	১।০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল	...	৷৴০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণ অবস্থা অর্দ্ধ আনায় টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বহং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোংর

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

গত ২৭ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিং ১ মাত্রা হইতেই ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইঁহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমরা পাইয়াছি। আর, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এস,আর, সি, এস, এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি	বড় শিশি	৩৲
" "	মাঝারি শিশি	২।০
" "	ছোট শিশি	১৸০

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ, গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—প্রৌঢ় উপর সমুখে গরম পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষে স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। ঘোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সন্ধি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫।০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

টাকার অষ্টোত্তর শতনাম।

—:০:—

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের হাস্যোদ্দীপক অনুকরণ। টাকার যত প্রকার নাম হইতে পারে তাহা কৌশলে কবিতায় লিখিত হইয়াছে। একবার পড়িয়া হাসিবেন ও বন্ধুবান্ধবকে দেখাইবার ও হাসাইবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিবেন না। মূল্য মাত্র ⁄০ এক আনা। ৫ এক পয়সার ছয় খানা ডাক টিকিট পাঠাইলে ঘরে বসিয়া পাইবেন। পাইকারগণকে কমিশন দেওয়া যায়।

ম্যানেজার জঙ্গিপুর সংবাদ অফিস
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ।
(মুর্শিদাবাদ)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১৩ই পৌষ বুধবার ১৩২৮ সাল।

২৪শে ডিসেম্বরের হরতাল।

—:০:—

গত ২৪শে ডিসেম্বর শনিবার বাঙ্গালার অন্যান্য সহরের মত জঙ্গিপুরেও পূর্ণ হরতাল অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। দোকান পাট হাট বাজার কারখানা প্রভৃতি সমস্ত বন্ধ ছিল। মেথর ও ঝাড়ুদারগণ কাজ বন্ধ করিয়াছিল। রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর উভয় পারেই রাস্তাঘাট প্রায় লোকশূন্য অবস্থায় ছিল। গত ১৭ই নবেম্বর তারিখের হরতালের জন্য বরং স্বেচ্ছাসেবকগণ দোকানদারগণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এবারে কাহাকেও বড় একটা বলিতে হয় নাই। সকলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই হরতাল করিয়াছিল। কেবলমাত্র আফগারীর দোকান ও ডাকঘর খোলা ছিল। বাজারে কেহ এক পয়সার জিনিস খরিদ বিক্রয় করে নাই। রঘুনাথগঞ্জের শ্মশান ঘাটে যে সকল বিদেশীয় শব-বাহকগণ শব-দেহের সৎকার করিতে আসিয়াছিল, তাহাদের জন্য স্বেচ্ছাসেবকদল আহারের ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই করিয়া রাখিয়াছিলেন।

কাঙ্গালী বিদায়।

—:০:—

যুবরাজের বঙ্গে আগমন উপলক্ষে সংগৃহীত অর্থ হইতে জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতের হাতার মধ্যে কাঙ্গালী বিদায় করিবার সঙ্কল্পের কথা আমরা পূর্ব্ব সপ্তাহেই প্রকাশ করিয়াছি। ২৪শে ডিসেম্বর হরতালের দিন কাঙ্গালী জুটিবে না বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ তৎপর দিবস অর্থাৎ ২৫শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে দরিদ্রগণকে একসের হিসাবে চাউল ও ⁄০ হিসাবে পয়সা দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকের দলও কাঙ্গালীগণকে এই উপলক্ষে দান গ্রহণে বিরত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। আমরা অনুমান করিয়াছিলাম অন্নের কাঙ্গাল দরিদ্রগণ এক মুষ্টি চাউলের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহারা কখনও লোভ সম্বরণ করিতে পারিবেনা। ফলে আমাদের অনুমান মিথ্যা হইয়াছে। কাছারীর প্রাঙ্গনে তণ্ডুল ও পয়সা বিতরণ জন্য স্থানীয় রাজপুরুষ, রাজকর্ম্মচারীগণ এবং ভারপ্রাপ্ত মান্যগণ্য ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত হইলেন। ফৌজদারী আদালতের ফটকের ধারে স্বেচ্ছাসেবকগণও করযোড়ে দণ্ডায়মান হইলেন।

কাঙ্গালীও আসিতে আরম্ভ করিল। ভলাণ্টিয়ারগণ অনুনয় বিনয়, যোড়হাত এমন কি পায়ে ধরিয়াও এই দিনের দান গ্রহণে প্রতিনিবৃত্ত করিতে লাগিলেন। রঘুনাথগঞ্জের একজন ডোম জাতীয় কাঙ্গালী তাহাদের অনুরোধ শুনিয়া বলিয়া ফেলিল "বাবু আজ যদি চা'ল লই তো গরু খাই।" দুইটী ৮।৯ বছরের বালক কি জানি কেমন করিয়া স্বেচ্ছাসেবকগণের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়া চাউল ও পয়সা লইয়া আসিয়াছিল; তাহারাও পরে অনুরুদ্ধ হইয়া গৃহীত চাউল ফিরাইয়া দিয়াছে। কাঙ্গালীগণকে তাহারা কেন চাউল ও পয়সা লইল না এই কথা জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল "এক দিন সরকারী চা'ল নিয়ে কি দেশের দুস্মন হব। হাকিম তো আর রোজ ভিক্ষা দিবে না।"

প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বিতরণ কারীগণ গৃহীতা অভাবে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ফলে ভাণ্ডার অটুট থাকিল। দূরাগত কাঙ্গালীগণের ফিরিয়া যাইতে কষ্ট হইবে বলিয়া ভলাণ্টিয়ারগণ তাহাদের জল খাবার জন্য কিছু কিছু পয়সা দিয়াছিলেন।

হ'ল কি! অন্যান্য বার রাজকীয় উৎসবে কাঙ্গালীগণ দেহি দেহি রবে কত কোলাহল করিত। কেহ পাইত কেহ পাইত না। আর আজ এই অন্নাভাবের যুগে দাতা গৃহীতার অভাবে দান করিতে পারিলেন না। এই ভাব বিপর্য্যায়ের অবসান কবে হইবে তাহা জগদম্বাই জানেন।

তিনশত কনেষ্টবলের কার্য্যত্যাগ।

—:০:—

ময়মনসিংহের কনেষ্টবল, হেড কনেষ্টবল এবং হাবিলদার—প্রায় তিনশত পুলিশ কাজ ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহারা তাহাদের সরকারী পোষাক ফিরাইয়া দিয়াছে। হিন্দুস্থান।

চোর সিভিল গার্ড।

—:০:—

কে পি মল্লিক নামক একজন সিভিল গার্ড এক মোটর গাড়ীর সরঞ্জামের দোকানে ঢুকিয়া প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক কিছু জিনিষ আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতে ছিল, দোকানদার তাহার মতলব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করে।

ষাঁড়ে গাধা ও কুকুর সিভিল গার্ড।

—:০:—

বড়বাজারে বড় বড় ষাঁড়ের গায়ে সিভিল গার্ড লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। ষাঁড়গুলির গলায়ও বেটন ঝুলাইয়া ঐ কথা লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। শুনা যাইতেছে, পুলিশ নাকি ঐ রূপ দুইটী ষাঁড়কে ধরিয়া থানায় লইয়া গিয়াছে। বহুবাজারে কুকুরের গায়েও "সিভিল গার্ড" লেখা দেখা গিয়াছে: গাধা সিভিল গার্ডও বাহির হইয়াছে।

কর্ম্মত্যাগ ও মেডেল ফেরৎ।

—(০)—

বেঙ্গল পুলিশ ইনস্পেক্টর সুবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, নোয়াখালির পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে পত্রদ্বারা জানাইয়াছেন যে গভর্ণমেণ্ট কলিকাতার নির্দ্দোষ লোকদিগকে গ্রেপ্তার করিতেছেন, তাহার প্রতিবাদ স্বরূপ কিংস পুলিশ মেডেল, যাহা তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা তিনি প্রত্যর্পণ করিতেছেন ও কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন।

সনন্দ প্রত্যর্পণ।

—(০)—

শ্রীযুত হেমন্তকুমার বসু বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারীর নিকট লিখিয়াছেন—১৯১০ হইতে ১৯১৯ সালে যুদ্ধের সময় আমার কার্য্যে প্রীত হইয়া ভারতবর্ষের রাজ-প্রতিনিধির আদেশে আমাকে যে সনন্দ ও জঙ্গী ইলাম সার্টিফিকেট প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা আমি প্রত্যর্পণ করিতেছি, আমার দেশবাসীর উপর গভর্ণমেণ্ট যে অত্যাচার করিতেছেন, তাহাতে গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কোনরূপ বৃত্তি লওয়াও বিধেয় নহে, এই বিবেচনায় আমি আমার প্রদত্ত বৃত্তিও লইব না স্থির করিয়াছি।

মফঃস্বলে হরতাল।

—:০:—

২৪শে তারিখে জঙ্গিপুরের এলাকাস্থিত মফঃস্বলের অনেকস্থলে পূর্ণ হরতাল অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ধুলিয়ান, মঙ্গলপুর, মির্জ্জাপুর প্রভৃতি স্থানে রীতিমত হাট বাজার আছে। উক্ত তারিখে সমস্ত বন্ধ ছিল। মঙ্গলপুরে এই সময়ে একটী মেলা বসে তাহাও একবারে নিস্তব্ধ হইয়াছিল।

পুলিশ কমিশনরের সুবুদ্ধি।

—:০:—

কলিকাতার পুলিশ কমিশনার গত সপ্তাহের বুধবার এক আদেশ জারি করিয়া জানাইয়াছেন,—"খদ্দর বা গান্ধিটুপি পরিলে, কোন অপরাধ করা হইবে না। কেহ যদি কোন রকম হাঙ্গামা না বাধায় তাহা হইলে, সে শুধু গান্ধী টুপি মাথায় দেওয়ার বা খদ্দর পরিধানের জন্য গ্রেপ্তার হইবে না, কেহ তাহাকে কিছু বলিতে পারিবে না।" পুলিশ কমিশনার ক্লার্ক সাহেবের এই রকম সুবুদ্ধির উদয় কয়েকদিন পূর্ব্বে হইলে, গোলমাল এমন গাঢ় হইত না।

গোদা পায়ের লাথি।

—•—

বেশী দিনের কথা নয়, বৎসর খানেক পূর্ব্বে যে কোন বাঙ্গালী ফৌজদারী মোকদ্দমায় পড়িলে তাহার তদ্বিরের চোট দেখে কে? মোক্তার, উকীল, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়া মিথ্যা সাফাই সাক্ষী দিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও বেকসুর খালাসের চেষ্টা করিত। খালাসের কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও যাহাতে জেল না হয় জরিমানা দিয়া জেলের অপমান হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কেহই চেষ্টার ত্রুটি করিতেন না। ফাটক কথাটা লোকের চিত্তে কত ভীতিজনক বলিয়া বোধ হইত। এই অত্যল্প কালের মধ্যেই কি পরিবর্ত্তন! গ্রেপ্তার হইয়া বিনা প্রার্থনায় জামিন মঞ্জুর হইলেও জামিন দিতে নারাজ। উকীল মোক্তার নিযুক্ত করা দূরের কথা আত্মরক্ষার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করিতেছে না। যদিও বা কেহ পূর্ব্ব সংস্কার বশে স্বীয় নির্দ্দোষিতা প্রমাণের জন্য চেষ্টা করিতেছে সে আজ সাধারণের নিকট নিন্দাভাজন হইতেছে। আজ জেল ভীতি জেল প্রীতিতে পরিণত হইতেছে। সরকার বাহাদুর এই অসহযোগিতা দমন জন্য যে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক দলকে ধরিয়া জেলে পাঠাইতেছে তাহাতে বরং লোককে আরও সাহসী করিয়া দিতেছে। গোদা পায়ের লাথি মারিলে মরিয়া যাইবে এই ভয়ই বেশ ছিল, লাথি মারিলে তাহার কিস্মত বুঝিয়া আর লাথির ভয় থাকেনা। দণ্ডনীতি পণ্ড হওয়ারই সম্ভব বেশী।

জেল ফেরত ভলাণ্টিয়ার।

—ঃ০ঃ—

জঙ্গিপুরের শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস সান্যাল মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ হরিহর সান্যাল কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতে গিয়া ভলাণ্টিয়ার দলে ভর্ত্তি হইয়াছিল। অন্যান্য ভলাণ্টিয়ার সহ হরিহরও সার্জ্জেণ্টের হস্তে গ্রেপ্তার হইয়াছিল। বিচারে তাহার ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ হইয়াছিল। মাত্র কয়েক দিন জেলে থাকার পর তাহাদিগের কয়েকজনকে জোর করিয়া জেলের বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সে বলিল প্রথম গ্রেপ্তার হইয়া যখন আমরা লালবাজারে নীত হইতেছিলাম তখন সকলে "মহাত্মা গান্ধীজীকী জয়" বলিয়া চিৎকার করায় একজন সার্জ্জেণ্ট আমাদিগকে চড় ও থাপ্পর মারিয়া কেবল বলিতেছিল "বোলো গাণ্ডী বোলো।"

জয় দেশবন্ধুর জয়।

—ঃ০ঃ—

এত দিনে বাঙ্গালা দেশ একজন সত্যকার নেতা পাইয়া ধন্য হইয়াছে। এ যাবৎ নেতারা পরের ছেলেগুলির কাঁচা মুণ্ডের বিকিকিনি করিয়াছেন, নিজে কলেজ চালাইয়া এবং ছেলেগুলিকে দস্তুর মত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাধীনে রাখিয়া পরের ছেলেগুলিকে স্কুল কলেজ ছাড়িবার উপদেশ দিয়াছেন। নিজের গণ্ডা আঠার আনা বজায় রাখিয়া অন্যকে স্বার্থত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন। স্বদেশী যুগে আমরা ইহার অনেক উদাহরণ দেখিতে পাইয়াছিলমে। এক্ষণে চিত্তরঞ্জন যাহা দেখাইয়াছেন, বাঙ্গালার ইদানীন্তন ইতিহাসে তাহা অভিনব, অভূতপূর্ব্ব। অন্যকে উপদেশ দিবার পূর্ব্বে তিনি নিজের যথাসর্ব্বস্ব মাতৃমন্দিরে উৎসর্গ করিয়াছেন। বাকী ছিল তার একমাত্র পুত্র চিররঞ্জন। তিনি তাহাকেও উৎসর্গ করিয়াছেন এবং অবশেষে আপনাকেও উৎসর্গ করিয়াছেন।

মোহম্মদী।

কয়েদীর অদৃষ্ট।

—ঃ০ঃ—

বেহারে রাজনৈতিক কয়েদীদের অদৃষ্ট ফিরেছে। জেলের ইন্সপেক্টর জেনেরাল হুকুম দিয়েছেন যে, সমস্ত রাজনৈতিক কয়েদীদের প্রতি বিলেতে যে রকম ব্যবহার করা হয় সেই রকম ব্যবহার করা হবে। জেলের কাপড় বা বিছানা ব্যবহার না করে তাঁরা যদি নিজেদের কাপড় চোপড় ব্যবহার করতে চান ত তাই করতে পারবেন, তাঁদের মশারি দেওয়া হবে, আর সাজা হবার পূর্ব্বে তাঁদের বাইরে থেকে খাবার এনে খেতে দেওয়া হবে। যথা লাভ!

বিজলী।

কেবল দেড় টাকায়
প্রত্যেকেরই নিত্য প্রয়োজনীয়

নিম্নলিখিত ৬ দফার যে কোন জিনিষ পাইবেন।

এক সঙ্গে ৬ দফা জিনিষ ৮৲ টাকায় পাইবেন।

PAID.
URGENT.
DUPLICATE.
CANCELLED.
BOOK-POST.
REPLIED.
COPIED.
REGISTERED.
REFUSED.
Original.
Reference No.
STAMPED.

১। ওয়ার্ড ষ্ট্যাম্প—উপরের নমুনা অনুযায়ী ১২ টি রবার ষ্টাম্প।
২। রবার ষ্ট্যাম্প—বাদামী, গোল, স্কোয়ার ইত্যাদি নানা রকমের fancy ডিজাইনে নাম ও ঠিকানা যুক্ত।
৩। নম্বারিং রবার ষ্ট্যাম্প—ইহাতে ৯৯৯৯ পর্য্যন্ত নম্বর করা যাইবে।
৪। ডেটিং ষ্ট্যাম্প—তারিখ, মাস ও সন বদলান যাইবে।
৫। পকেট প্রেস—A হইতে Z সমস্ত অক্ষর আছে।
৬। পিতলের শিলমোহর—পিতলের হাণ্ডেল যুক্ত রেজেষ্টারী চিঠিপত্রে গালায় ছাপিবার জন্য, কালিতেও ছাপা চলে। নাম বা মনোগ্রাম পাঠাইলে প্রস্তুত হয়।

আর, এন, দত্ত এণ্ড কোং এনগ্রেভার্স
৩৭।৩নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ডাঃ কিশোরীমোহন সিংহ এম, বি,

চক্ষু চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও দ্বারভাঙ্গা সরকারি হাসপাতালের ভূতপূর্ব্ব লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক।

সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ চিকিৎসা

ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া চশমার ব্যবস্থা ও ব্যবস্থানুযায়ী প্রকৃত চশমা সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকেন।

যাবতীয় দুর্ব্বোধ ও দুরারোগ্য ব্যাধি

রক্ত কফ প্রস্রাবাদি পরীক্ষা করিয়া

রোগ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভ্যাক্সিন ও এণ্টিটক্সিন আদি ইনজেকসন ও ঔষধ প্রয়োগ করতঃ আরাম করেন।

চিকিৎসার্থী মফঃস্বলবাসীগণ—

কলিকাতা মহানগরীতে উপস্থিত হইয়া সুচিকিৎসকের সন্ধান করিতে বিশেষ বেগ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের অসুবিধা দূরীকরণের বিজ্ঞাপন এই দেওয়া হইল।

রোগী দেখা ও পরামর্শের সময় ও স্থান :—

প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত—নিজ বাসাবাটী ৫০।৩ হরিশ মুখার্জ্জির রোড ভবানিপুর, কলিকাতা।

বৈকালে ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত—মেডিকেল বোর্ড ২৫+২৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোডের মোড়, কলিকাতা।

আমমোক্তার-নামা খারিজ।

—০—

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যায় যে, আমি জঙ্গিপুর কালিয়াই নিবাসী ৺রামদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র মোক্তার ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত কালিপদ চট্টোপাধ্যায়কে আমার ষ্টেটের যাবতীয় কার্য্য পরিচালনার্থ বিগত সন ১৩২৬ সালের ২৬শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে যে আমমোক্তার-নামা দেওয়া হইয়াছিল উক্ত আমমোক্তার নামার বাদ খারিজ ও রদ বদ করা হইল। অতঃপর উক্ত চট্টোপাধ্যায় আমার পক্ষ হইতে উক্ত আমমোক্তার-নামার বলে কোন কার্য্য করিলে তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর হইবেক। এবং ঐ আমমোক্তার-নামার বলে কোন কার্য্য করিলে আমি তজ্জন্য দায়ী হইব না। ইতি—

শ্রীমতী [illegible]

জবাকুসুম তৈল

গুণেঅদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।
৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২॥৵০

দ্রষ্টব্য।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় অদ্য তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া এক গ্রোস জবাকুসুম তৈলের মুল্য ১০৮৲ একশত আট টাকা, ডজনের মুল্য ৯॥০ সাড়ে নয় টাকা ও তিন শিশির মুল্য আড়াই টাকা /।০ শিশির মূল্য ৩।০ টাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য এক টাকা রহিল।

কল্যাণ বটিকা

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নদোষাদি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৵০

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দুরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৵০

ক্ষুধাবতী

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দুরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাতে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১।৴

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড
ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ
২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যং পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্॥ ১;
চরক সংহিতা

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

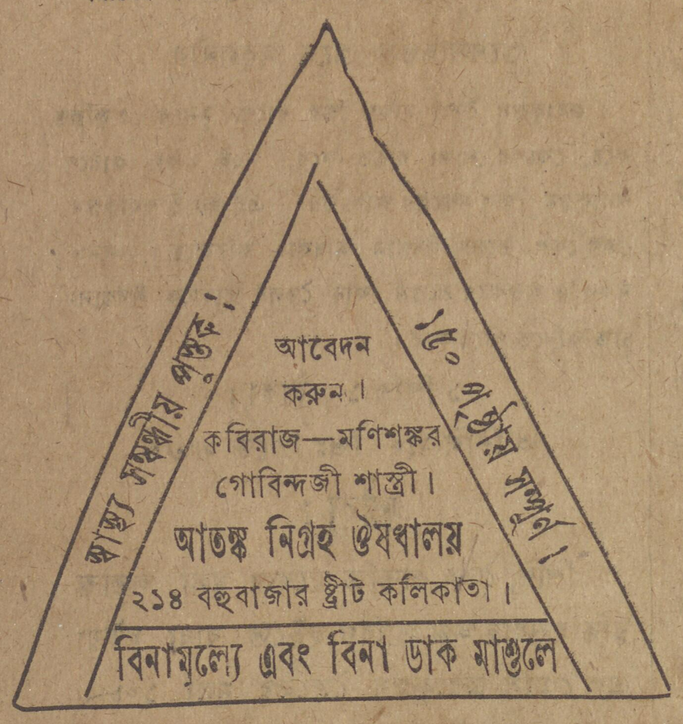

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক!

৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ!

আবেদন করুন।
কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু ২—স্বাস্থ্য ৩—শক্তি	এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে

এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পারপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যাত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে।

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইলেক্ট্রিক সলিউসন

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১॥০ দেড় টাকা।

সোল এজেণ্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-কন্যের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহকক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৴০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৴০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সাল আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶০ এক টাকা তিন আনা

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি ।৶০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচানন্দন দে শ্রীবিভূতিভুষণ দে।
রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ॥৶০ দশ আনা

ডাঃ নন্দলাল পাল
রঘুনাথগঞ্জ